জর্জবুশ নিযোজিত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস ম্যাকগি জানান, পুলিশ রাস্তা আটকে রেখে কূটনীতিকদের গাড়ি থামায় এবং চাকা পাংচার করে দেয়। এছাড়াও পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে মাঠ পর্যায়ের সব কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে।'

সিকিমের ব্যাপারে কোনো আলোচনা নয়

সীমান্ত প্রশ্নে ভারত ও চীনকে আরো বাস্তববাদী হতে হবে : প্রণব

পিটিআই বেইজিং

সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ভারত এবং চীনকে আরো বেশি বাস্তববাদী এবং ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। চায়না সফররত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি গতকাল বেইজিংয়ে একথা বলেন। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের মতপার্থক্যকে নিয়া দিল্লি কোনোরূপ বাধা হিসেবে মনে করে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তব্যদানকালে তিনি বলেন, আমাদের আরো ধৈর্যশীল ও বাস্তববাদী হতে হবে। এসময় তিনি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো মিটিয়ে ফেলার পক্ষে মত দেন। তিনি আরো বলেন, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে হবে আমাদের।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীনে অবস্থান করছেন। তার মতে, সীমান্ত এলাকায় শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে উভয় দেশই যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এরই মধ্যে দেশ দুটি সন্তোষজনক সমাধানের জন্য রাজনৈতিক পথনির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে একমত হয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াং জেইচির সঙ্গে আলাপকালে সিকিমের সাম্প্রতিক সীমান্ত সমস্যাটি তার নজরে আনা হয়। এসময় উভয়পক্ষ ওই এলাকার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষে এক মত হয়। নির্ভরযোগ্য এক সূত্রে জানা গেছে, সীমান্ত নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে সিকিম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না করতে চীনের নেতাদের অনুরোধ করেছে ভারত। কারণ সিকিম এলাকায় চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধ মূলত সীমানা নিয়ে নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর দুই শীর্ষ কর্মকর্তার পদত্যাগ

বিবিসি অনলাইন

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর দুই শীর্ষ কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেছেন। তাইওয়ানে পাঠানোর জন্য পরমাণু অস্ত্রের ক্রুইজের একটি শিপমেন্টে বিমান বাহিনীর গাফিলতি নিয়ে সমালোচনামূলক রিপোর্টের পর তারা পদত্যাগ করেন।

[illegible] মি. [illegible] স্থলাভিষিক্ত হবেন তা পরে জানানো হবে। এ সময় সাংবাদিকদের সামনে এর আগের দুটি অস্বাভাবিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন গেটস। তিনি বলেন, ২০০৬ সালে প্রথমে হেলিকপ্টারের ব্যাটারির পরিবর্তে তাইওয়ানে ভুল করে বালিস্টিক মিসাইলের ইলেক্ট্রিকাল ফিউজ পাঠানো হয়েছিল। ফলকনের ওমিং বিমান ঘাঁটি থেকে এসব

মাদ্রাসা শিক্ষার [illegible]নো দরকার

মাজিজুর রহমান

এবং [illegible]জার [illegible]ক্ষত

গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরির সুযোগ পাচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এ সুযোগ গ্রহণ করছে। কিন্তু সাধারণ

[illegible]য়ন দরকার

[illegible]তিক [illegible]মতো

শিক্ষায় ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের ওপর তুলনামূলক কম জোর দেয়ার কারণে

এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিভিন্ন ভালো চাকরির সুযোগ পেয়েও ঘুষ, দুর্নীতি প্রভৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে এবং সমগ্র দেশকে অস্থিতিশীল ও দুর্নীতিপরায়ণ করে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। উপরন্তু কর্মসংস্থানের সুষম বণ্টন না হওয়ায় দারিদ্র্য বিমোচনের পদক্ষেপ গ্রহণ আমাদের সামনে আরো কঠিন বাস্তবতায় নিপতিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য অনতিবিলম্বে সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সাধন আবশ্যক। আগেই বলা হয়েছে এই সমন্বয় সাধন যদি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয় তাহলে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে উভয় ধারার কারিকুলামকে সংস্কার করা প্রয়োজন। এ জন্য সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামে ধর্মীয় ও নৈতিকতার ওপর আরো জোর দিতে হবে যাতে এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের ধর্মভীরুতা ও আল্লাহর প্রতি ভয় থাকে এবং তারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে না পড়ে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে পেশাগত জ্ঞান, ভাষাগত জ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে এবং উৎপাদনশীল শিক্ষার উপযুক্ত ও বাস্তবমুখী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা এখন সময়ের যৌক্তিক দাবি।

ইতিমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। যেমন দাখিল ও আলিম পরীক্ষাকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসির সমমানের ধরা হয়েছে। একইভাবে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষার পদ্ধতি যথাক্রমে বিএ ও এমএ পরীক্ষার সমমানের প্রস্তাবটি শিগগিরই অনুমোদন ও কার্যকর হওয়ার পথে। কিন্তু শুধু সমমানের সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মতো উৎপাদনশীল করা বাস্তবমুখী বা যথেষ্ট নয়। এ কারণেই মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে ওপরে উল্লিখিত সংস্কারগুলো জরুরি। এর সঙ্গে আরো প্রয়োজন বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, আধুনিক ও জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার কারিকুলামে ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাতে পারলে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার বৈষম্য দূর হবে এবং উভয় ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সব ধরনের চাকরির উপযোগী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাবে এবং সাধারণ শিক্ষিতরা সৎ ও নিষ্ঠাবান হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান বাস্তবতায় সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে এভাবে সমান্তরাল গতিতে আলাদা রাখা যায় না। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই দু ধারার শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং যতো দ্রুতসম্ভব সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বাস্তবমুখী সমন্বয় ও সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রয়োগযোগ্য একটি ফলপ্রসূ ধারার প্রবর্তন করতে হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সমভাবে মানব সম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং দেশের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর উত্তরা ইউনিভার্সিটি

তারিখ 07 JUN 2008